শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ

শিশু ও তরুণ বয়সীদের জন্য প্রশ্নোত্তর

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত ২০১৭

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

www.endcorporalpunishment.org

চ্যারিটি নিবন্ধন নং. ৩২৮১৩২।

The Foundry, 17 Oval Way, London SE11 5RR, UK.

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

www.raddabarnen.se; resourcecentre.savethechildren.se

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন, সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশন এর একটি অংশ, যা সুইজারল্যান্ডে নিবন্ধিত ২৯টি সেভ দ্য চিলড্রেন সংস্থার একটি ফাউন্ডেশন এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিশু অধিকার সংগঠনের একটি। সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান।

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন প্রধান অফিস: Rädda Barnen, SE-107 88 Stockholm, Landsvägen 39, Sundbyberg, Sweden.

নিজের শরীর ও অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা পাওয়া সব শিশুরই অধিকার বলে বিবেচিত হয়। শিশুদের ওপর শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করা হলে তাদের এই মানবাধিকারটি লঙ্ঘিত হয়। তা সত্ত্বেও অনেক দেশেই এটা খুব প্রচলিত এবং আইনগতভাবে সঠিক বলে মনে করা হয়।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনে বলা হয় যে, সব দেশেই শিশুদের ওপর সব রকম শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা উচিত, আর অনেক দেশই এটি নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের দেশের আইন পরিবর্তন করছে।

ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে এমন দেশগুলোর একটি তালিকা এখানে পাওয়া যাবে: *https://endcorporalpunishment.org/countdown/*

শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে প্রায়শই মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে। এই পুস্তিকাটির অথবা বুকলেটটির লক্ষ্য শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য সেসব প্রশ্নগুলোর সহজবোধ্য উপায়ে উত্তর প্রদান। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অন্য একটি সংস্করণ ও স্কুলে শারীরিক শাস্তি সংক্রান্ত উত্থাপিত প্রশ্নের ওপর আরও একটি সংস্করণ আছে। নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে এই দুটো পাওয়া যাবে: *www.endcorporalpunishment.org*
বা *https://resourcecentre.savethechildren.net*

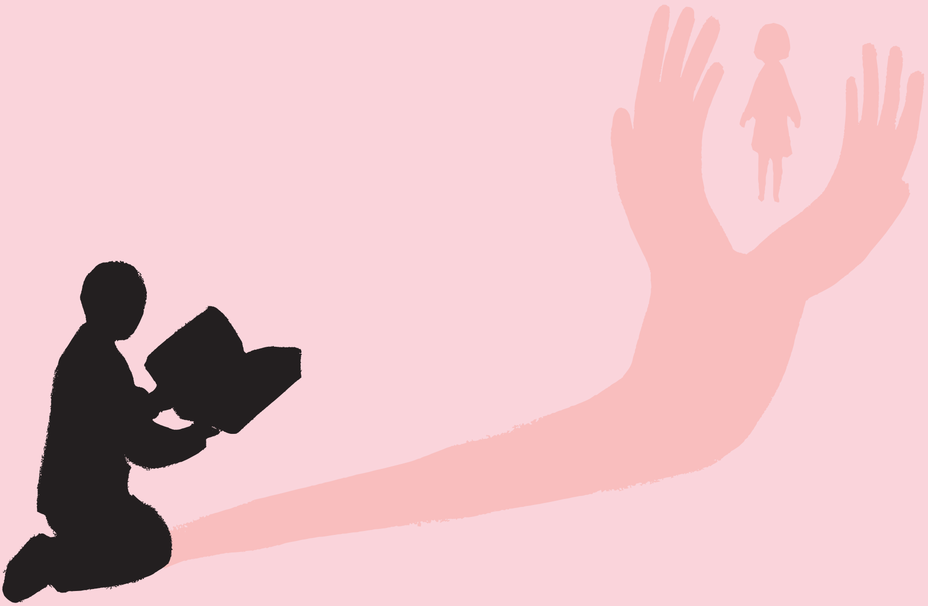

প্রশ্নসমূহ:

৬ শব্দকোষ: শব্দের অর্থের ব্যাখ্যা

৭ শারীরিক শাস্তি কী?

১০ শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন কী এবং এটা শিশুদের শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে কী বলে?

১২ শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?

১৪ আমার দেশের বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্করা শারীরিক শাস্তিকে বেআইনী করতে চান না। আমাদের কি তাদের কথা শোনা উচিত নয়?

১৬ কিছু প্রাপ্তবয়স্করা বলেন যে, শৈশবে শারীরিক আঘাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মা-বাবা শারীরিক শাস্তি না দিলে কি তারা জীবনে সফল হতে পারতেন?

১৭ শিশুরা এর চেয়েও খারাপ অনেক কিছুর শিকার হচ্ছে। তাহলে শুধু মারধোর নিয়ে এত কথা কেন?

১৮ সন্তানদের কীভাবে লালনপালন করা হবে তা ঠিক করার অধিকার প্রত্যেক মা-বাবার আছে। শিশু গুরুতরভাবে নির্যাতিত না হলেও কি সরকারের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত?

২১ সব ধরনের আঘাত নিষিদ্ধ না করে, কেন মা-বাবাদের বলা হচ্ছে না কীভাবে শিশুকে নিরাপদে আঘাত করা যায়?

২২ অল্পবয়সীরা কখনো কখনো শারীরিক শাস্তিকে কোন সমস্যা বলেই মনে করে না। সরকারের কি তাদের কথা শোনা উচিত নয়?

২৪ কিছু বয়স্করা মনে করেন যে, শিশুকে প্রহার এবং 'স্নেহময় আঘাত' করার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাটা কি অতিরিক্ত কঠোর হয়ে যাচ্ছেনা?

২৬ কিছু মানুষ বলেন যে, শারীরিক শাস্তির বিষয়ে তাদের ধর্মীয় অনুমোদন আছে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে এটি বন্ধ করতে বলা কি বৈষম্যমূলক নয়?

২৭ অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা, শিক্ষক ও শিশুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনযাপন খুবই কঠিন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কি উচিত নয় তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করা?

২৮ শারীরিক শাস্তি অবৈধ করা কেন প্রয়োজন বলে মনে করছেন? এর প্রয়োগ বন্ধ করার বিষয়টি কি বড়দেরকে শেখাতে পারা যায় না?

৩০ আমাদের সংস্কৃতিতে শারীরিক শাস্তি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এটাকে অবৈধ করার চেষ্টা কি আমাদের সংস্কৃতির প্রতি এক প্রকার বৈষম্য নয়?

৩৩ শিশুদের আঘাত করা ছেড়ে দেয়া বড়দের জন্য এত কঠিন কেন?

৩৪ শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলে শিশুরা কি সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে না?

৩৫ শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞা হলে কি শিশুরা আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতো না – যেমন, মানসিক শাস্তি, অপমান বা ঘরে বন্ধ করে রাখা থেকে?

৩৭ শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হলে অনেক মাতাপিতাকে কি জেলে আর শিশুদের আশ্রমে পাঠানো হবে না?

৩৮ শিশুদের বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে মাতাপিতারা যে শাস্তি প্রয়োগ করেন, সেটা কি ঠিক?

লাঞ্ছনা কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঘাত করার মতো অপরাধ।

নিষেধাজ্ঞা কোনো কিছুর অনুমতি নাই। শিশুদের আঘাত করা যখন কোনো দেশে ‘নিষিদ্ধ’ করা হয়, সে দেশের কারোরই শিশুদের আঘাত করার অনুমতি নাই বলে বিবেচিত হয়।

প্রচারণা যা কিছু সঠিক নয় বলে বিশ্বাস করা হয়, তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা।

বৈষম্য কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোকেদের অন্য কারো চাইতে ছোট বা নীচু মনে করা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা বা বড়দের তুলনায় শিশুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা।

সমান সুরক্ষা এ কথাটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, বড়দের মতোই শিশুদেরও সব ধরনের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষকে আঘাত করা অপরাধ বা অন্যায় হয়, শিশুকে আঘাত করাও সমানভাবে অপরাধ বা অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

মানবাধিকার মৌলিক অধিকার যা প্রত্যেক মানুষের আছে বলে বিশ্বের সবাই একমত।

অবৈধ বা বেআইনী যা কিছু আইনের বিরুদ্ধে।

আইন কিছু নিয়মের সমাহার যা একটি দেশের জনগনকে বলে দেয় তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত।

বৈধ বা আইনসম্মত কোনো কিছু একটি দেশে ‘বৈধ’ বা ‘আইনসম্মত’, মানে হল সে দেশের আইন অনুযায়ী এটা অনুমোদিত।

শারীরিক মর্যাদা নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা। সবার শারীরিক মর্যাদাপাবার অধিকার রয়েছে এবং সবাই যেন অনুভব করতে পারে যে তাদের শরীর সব ধরনের সহিংসতা থেকে নিরাপদ।

ইতিবাচক শৃঙ্খলা শিশুর লালন-পালন ও তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অহিংস ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তার সুস্থ বিকাশ ও শিখনকে উৎসাহিত করে।

প্রতিরোধ কোনো কিছু ঘটার আগেই বন্ধ করা।

নিষিদ্ধকরণ যখন দেশের কোনো আইন অনুযায়ী আপনার কিছু একটা করার অনুমতি থাকে না।

সুরক্ষা কোনো কিছু বা কাউকে নিরাপদ রাখা। সহিংসতা থেকে শিশুকে 'সুরক্ষা' মানে তাদের সহিংসতা থেকে নিরাপদ রাখা।

ঐতিহ্য বা ঐতিহ্যগত কোনো কিছু দীর্ঘ সময় ধরে হতে থাকা।

লঙ্ঘন করা কারো মানবাধিকার 'লঙ্ঘিত' হলে, তাদের মানবাধিকারকে মর্যাদা দেয়া হয়নি বলে মনে করা হবে।

সহিংসতা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করা।

শারীরিক শাস্তি কী?

‘শারীরিক শাস্তি’ মানে দৈহিক শক্তি ব্যবহার করে কাউকে এমনভাবে শাস্তি দেয়া যেন তারা আহত হয় বা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে। শক্তি ব্যবহার করে যে কোনো শাস্তিপ্রয়োগ করাই হলো শারীরিক শাস্তি, তা যত হালকাই হোক না কেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি শিশু তার পানীয় ফেলে দেয় এবং তাঁর মা বা বাবা শাস্তিস্বরূপ তার হাতে আঘাত করেন, সেটাই শারীরিক শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। শারীরিক শাস্তি প্রায়ই সন্তানদের আঘাত করায় (চাপড়ানো বা পিছনে আঘাত করা) রূপ নেয়। কিন্তু এর অন্যান্য ধরণও আছে, (যেমন শিশুদের লাথি দেয়া, তাদের ঝাঁকুনি দেয়া, তাদের অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা।) যদি স্কুলে একটি শিশুর কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকে এবং সেজন্য তার শিক্ষক তাকে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য এক পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করেন, সেটাও শারীরিক শাস্তি।

শাস্তির অন্যান্য ধরণও আছে যা শারীরিক নয়, কিন্তু সেগুলোও সমান নিষ্ঠুর ধরনের - উদাহরণ স্বরূপ, ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুদের ভয় দেখানো বা বিব্রত বোধ করানো। এই ধরনের শাস্তি শিশুদের জন্য খুবই অসম্মানজনক এবং শারীরিক শাস্তির মতোই অযৌক্তিক। শিশুদের শারীরিক শাস্তি বিভিন্ন স্থানে ঘটতে পারে – নিজের বাড়ি, স্কুলসহ অন্যান্য স্থানে যেখানে শিশুদের রাখা হয় বা যত্ন নেয়া হয় এবং কারাগার বা অন্যান্য স্থান যেখানে শিশুদের আটক রাখা হয়।

শারীরিক শাস্তিসহ সব ধরনের ক্ষতিকর শাস্তি অন্যায় এবং তা নিষিদ্ধ করা উচিত।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন কী এবং এটা শিশুদের শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে কী বলে?

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন, বা UNCRC, এখন পর্যন্ত শিশুদের অধিকার রক্ষায় প্রকাশিত সবচেয়ে সম্পূর্ণ তালিকা। এর ৫৪টি অনুচ্ছেদ বা অংশে শিশুদের প্রাপ্য সব অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। ১৯৬টি দেশ এই কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে - যা অন্য কোনো মানবাধিকার কনভেনশনের চেয়ে বেশি।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির দায়িত্ব যেসব দেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে তারা আসলেই সেটি পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করা। কমিটি স্পষ্ট করেছে যে, স্বাক্ষরকারী দেশগুলিতে সঠিকভাবে শিশুদের মানবাধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের জন্য আইন থাকতে হবে।

শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?

হ্যাঁ, নিশ্চিত ভাবেই! বড়রা প্রায়শই বুঝতে পারেন না যে শারীরিক শাস্তি মানসিক ও শারীরিক দু'ভাবেই শিশুর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

শারীরিক শাস্তি শিশুকে শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবেই কষ্ট দেয়না, এটা খুব অপমানজনকও হতে পারে। শিশুদের অনুভূতি ও শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে আরো বেশী জানার জন্য এখন বিশ্বজুড়ে এ বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এইসব গবেষণায়, শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের বলছে যে, এটি ভীষণ কষ্টদায়ক।

শিশুদের প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত জাতিসংঘ মহাসচিবের গবেষণাটি এ সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় গবেষণা হিসেবে স্বীকৃত।[১] গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী অধ্যাপক পাওলো সার্জিও পিনহেইরো ২০০৬ সালে লিখেছেন:

'গবেষণা প্রক্রিয়া চলাকালে, সব ধরনের সহিংসতা জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করার জন্য শিশুরা ক্রমাগতভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। আঘাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শিশুরা শুধুমাত্র শারীরিকই নয় মানসিক আঘাতের কথাও বলেছে, এর জন্য বয়স্কদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাই নয়, অনুমোদনকেও একইভাবে দায়ী করেছে তারা। আসলে সরকারের উচিত এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করা, যদিও এটি নতুন কোনো সংকট নয়। শতাব্দীকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বড়দের হাতে শিশুরা সহিংসতার শিকার হয়ে আসছে। তবে এসব সহিংসতা এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। এ থেকে সুরক্ষা পাবার জন্য শিশুদের নি:শর্ত অধিকারকে আমরা আর অগ্রাহ্য করতে পারিনা।'

১. শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ওপর জাতিসংঘ মহাসচিবের অধ্যয়ন বিশ্বব্যাপী শিশুদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ক গবেষণার একটা বিরাট অংশ। জাতিসংঘের একটি দল অনেক সংখ্যক শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং সংস্থাকে তাদের দেশের শিশুদের প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। গবেষণার প্রাপ্তি সম্পর্কে আপনি এখানে বিস্তারিত পড়তে পারেন http://www.unviolencestudy.org/

শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে অন্যান্য গবেষণা[২] আমাদেরকে জানায় যে এটা কীভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০২ সালে প্রকাশিত একটি বড় গবেষণায় দেখা যায় যে যেসব শিশু তাদের মাতাপিতার দ্বারা শারীরিক শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়ার আশঙ্কা বেশী ছিলো। যেমন আক্রমণাত্মক, বন্ধুত্বপূর্ণ নয় এমন আচরণ, ভালোমন্দ বুঝতে অসুবিধা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা।

এই সকল গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কোনো গবেষণা যদি নাও হত, শারীরিক শাস্তি তবুও অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হত। এমনকি কাউকে আঘাত করে তাদের গুরুতর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ না হলেও, কাউকে আঘাত করাটাই অন্যায়। আমরা জানি বয়স্কদের আঘাত করা অন্যায় এবং তাদের মতই শিশুদেরও যেকোনো সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে।

২. আপনি পুস্তিকাটির প্রাপ্তবয়স্ক সংস্করণে গবেষণা অধ্যয়নের বিষয়ে আরো বেশি পড়তে পারেন, যা আপনি গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল করপোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন, www.endcorporalpunishment.org অথবা সেভ দ্য চিলড্রেনস রিসোর্স সেন্টার, resourcecentre.savethechildren.net থেকে পেতে পারেন।

দেশের বেশিরভাগ বয়স্করা শারীরিক শাস্তিকে বেআইনী করতে চান না। তাদের কথা কি আমাদের শোনা উচিত নয়?

না। শিশুদের সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, এমনকি সবাই যদি এতে একমত না হয় তবুও।

এই ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে শিশুদের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে। রাজনীতিবিদদেরও যা সঠিক তাই করা উচিত এবং এই বিষয়ে তাঁদের একটি পক্ষ নিতে হবে, এমনকি অধিকাংশ লোকেরা যদি এতে সম্মত নাও হন।

প্রায় সব দেশ যারা শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে, সেখানকার অধিকাংশ বয়স্করা প্রথমেই রাজি হননি – কিন্তু একবার যখন আইন তৈরি করা হয়, তখন অনেক মানুষ তাদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন এবং ভাবতে শুরু করেন যে শারীরিক শাস্তি অন্যায় ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই বয়স্করা পুরনো দিনের কথা ভেবে বিস্মিত ও লজ্জিত হবেন যে, কিছু লোক মনে করতো শিশুদের আঘাত করা সঠিক ছিল।

এছাড়াও, শারীরিক শাস্তির ওপর মানুষের মতামত সম্পর্কিত সমীক্ষার ফলাফল সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ কতজন মানুষ এই বিষয়টি জানে এবং কীভাবে প্রশ্নটি করা হয় তার ওপর নির্ভর করে তাদের উত্তর বদলে যেতে পারে।

“এমনকি যদি সকলেও অসম্মত হন, তারপরও শিশুদের **সহিংসতা থেকে সুরক্ষিত** থাকার অধিকার আছে।”

কিছু বয়স্করা বলেন যে শৈশবে শারীরিক আঘাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। মা-বাবা শারীরিক শাস্তি না দিলে কি তারা জীবনে সফল হতে পারতেন?

আসলে এটা কেউ বলতে পারেন না যে শৈশবে শাস্তির শিকার না হলে বর্তমানে তাদের অবস্থা কেমন হত।

যারা শিশুদের আঘাত করেন, সাধারণত তারা নিজেরাই শৈশবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শিশুদের আঘাত করার জন্য আগের যুগের মানুষকে দায়ী করে কোন লাভ নেই, কারণ তখন তারা স্বাভাবিক বিবেচনা করেই তা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন আমরা জানি যে, শিশুদের আঘাত করা অন্যায় এবং তা খুব ক্ষতিকর হতে পারে। আজ আমরা বুঝতে পারি যে, আর সবার মত শিশুদেরও সমান অধিকার আছে - এবং এটি নিশ্চিত করার সময় হয়েছে যে সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকারসহ তাদের সবধরণের অধিকারই রক্ষা করা হচ্ছে।

কিছু মানুষ মনে করেন যে, "শৈশবে শারীরিক শাস্তির শিকার হলেও এখন আমি ঠিক আছি।" বেড়ে ওঠার সময়ে নানারকম বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন এমন অনেক মানুষই পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হননি। কিন্তু তারা কেউই বলবেন না যে, সেইসব অভিজ্ঞতা ভালো কিছু ছিল। তাদের ঠিকঠাক বেড়ে ওঠার পেছনে শৈশবের বাজে অভিজ্ঞতাগুলো কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি, বরং কীভাবে তারা সেসবের মোকাবেলা করেছেন সেটাই তাদের সাহায্য করেছ।

শিশুরা এর চেয়েও খারাপ অনেক কিছুর শিকার হচ্ছে। তাহলে শুধু মারধোর নিয়ে এত কথা কেন?

“শৃঙ্খলার” নামে শিশুদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা সহিংসতার সবচেয়ে সাধারণ রূপ।[৩] বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু শারীরিক শাস্তির শিকার হয়ে মারা যাচ্ছে এবং লাখো শিশু আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ ধরণের ঘটনাগুলো শিশুদেরকে সহিংসতা সহজভাবে মেনে নিতে শেখাচ্ছে। যার ফলে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে উগ্র বা সহিংস আচরণের প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

যখন আইন শিশুদের আঘাত করতে প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমতি দেয়, তা প্রমাণ করে যে, সমাজ শিশুদের পূর্ণ মানুষের অধিকার না দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করছে। শারীরিক শাস্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে, সমাজে শিশুরাও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সমাজে শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। শারীরিক শাস্তির আইনি অনুমোদন বজায় রেখে কোনো দেশই দাবি করতে পারেনা যে তারা শিশুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিংবা শিশুদের সুরক্ষার জন্য তাদের কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা আছে।

৩. ইউনিসেফ (২০১৪), স্পষ্ট দৃষ্টিতে লুকায়িত: শিশুদের প্রতি সহিংসতার একটি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ, NY: UNICEF

সন্তানদের কীভাবে লালনপালন করা হবে তা ঠিক করার অধিকার প্রত্যেক মা-বাবার আছে। শিশু গুরুতরভাবে নির্যাতিত না হলেও কি সরকারের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত?

শিশুরা তাদের মা-বাবার সম্পত্তি নয়- তাদেরও নিজস্ব অধিকার আছে।

পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে এই অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। একটি পরিবারে বড়-ছোট সবারই সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে। পরিবারের বড়দের যেমন পরস্পরকে আঘাত করা ঠিক নয়, তেমনি শিশুদেরকেও বড়দের আঘাত করা উচিত নয়। আইনে এমন কথারই উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন বলছে যে পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আরো বলে যে মাতাপিতার একটি দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের দেখাশোনা করা এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত আচরণ করা।

কিছু মানুষ মনে করেন যে শিশুদের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দিলে তা তাদের জন্য ভাল ফল দেয়। কিন্তু শিশু অধিকার বিষয়ক কমিটি বলেছে যে শারীরিক শাস্তি শিশুদের জন্য কখনও ভাল নয় এবং এটি অনেক গবেষণার প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের শারীরিক শাস্তিসহ সব ধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে হবে।

“শিশুরা তাদের মা-বাবার সম্পত্তি নয়”

“নিরাপদে আঘাত করা বলে কোনো কিছু নেই”

সব ধরনের আঘাত নিষিদ্ধ না করে, কেন মাতাপিতাকে বলা হচ্ছে না কীভাবে শিশুকে নিরাপদে আঘাত করা যায়?

‘নিরাপদ’ আঘাত বলে কোনো জিনিস নেই। সকল আঘাতই শিশুদের প্রতি অসম্মানজনক। এবং এটি তাদের নিজেদের শরীরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্মান পাবার অধিকারকে নষ্ট করে।

বেশ কিছু গবেষণার ফলাফলে উঠে এসেছে, মৃদু শারীরিক আঘাত থেকে অনেক গুরুতর সহিংসতার ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্করা কত জোরে শিশুদের আঘাত করছে তা সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে পারে না। দেখুন, ‘শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?’
পৃষ্ঠা: ১২

কিছু দেশ শিশুদের ওপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার শাস্তি প্রচলিত রেখে আইন চালু করার চেষ্টা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বয়স বা নির্দিষ্ট লিঙ্গের শিশুকে আঘাত করা যাবে কিংবা নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে শিশুদের আঘাত করা যাবে। কিন্তু এটি অন্যায় এবং অগ্রহণযোগ্য একটি ব্যাপার। কারণ কেউই কোনোদিন বলবেন না, নারী ও বৃদ্ধদের ওপর কোনো ধরণের সহিংসতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। একইভাবে শিশুদের ওপর সহিংসতাও অন্যায় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তাদেরও অধিকার আছে আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাবার। প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কম শক্তিশালী ও ক্ষুদ্রকায় শিশুদের এ অধিকার তো আরও বেশি।

অল্পবয়সীরারা কখনও কখনও শারীরিক শাস্তিকে কোনো সমস্যা বলেই মনে করেনা। রাষ্ট্রের কী তাদের কথা শোনা উচিত নয়?

বড়দের সবসময় শিশুরা কী বলে তা শোনা উচিত এবং শিশুদের কথা তাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

একটি শিশু কেন শারীরিক শাস্তির ব্যবহার সমর্থন করে, তার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন অনেক শিশু ভাবতেই পারেনা যে, মাবাবা কোনো কারণ ছাড়াই তাদের মারতে চান। এছাড়া যখন চারপাশের সবাই মনে করে যে, শারীরিক শাস্তি ইতিবাচক একটি ব্যাপার তখন শিশুরাও এর বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারেনা। প্রচলিত কোনো ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা শিশুদের জন্য কঠিন বিশেষ করে যখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয়নি।

সকল শিশুদেরই মর্যাদা পাওয়ার এবং সহিংসতা থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার আছে।

এই পুস্তিকাটিতে, আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে গবেষণার মাধ্যমে অনেক শিশু বয়স্কদের বলছে যে শারীরিক শাস্তি তাদের কতখানি কষ্ট দেয়, শারীরিক ও মানসিকভাবে (দেখুন 'শারীরিক শাস্তি কি সত্যিই কষ্টদায়ক?' পৃষ্ঠা ১২)।

অনেক শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা মনে করে যে শিশুদের প্রতি শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা উচিত। অনেক দেশে শিশুরাও বয়স্কদের পাশাপাশি সহিংসতা থেকে সমান সুরক্ষার জন্য প্রচারণায় যোগ দিয়েছে।

কিছু বয়স্ক মনে করেন যে, শিশুকে প্রহার এবং ‘স্নেহময় আঘাত’ করার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করাটা কি অতিরিক্ত কঠোর হয়ে যাচ্ছেনা?

শিশুকে মারধোর করা হলে আসলে সে ‘স্নেহময় আঘাতের’ চাইতেও গুরুতর মাত্রায় আহত হতে পারে। তবে মারধোর ও ‘স্নেহময় আঘাত’ দুটোই সহিংস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং দুটোই শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

প্রাপ্তবয়স্করা ‘স্নেহময় আঘাত’ বা ‘স্নেহময় চাপড়’ এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও তাকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে কারণ তারা শিশুকে ভালোবাসেন ও তার ভালো চান বলেই তাকে শাস্তি দেন। তারা মনে করেন, ‘স্নেহময় আঘাত’ এর ফলে শিশু গুরুতর আহত হতে পারেনা।

নারী ও বৃদ্ধদের প্রতি সহিংসতা বন্ধের আন্দোলনের সময়ে কিন্তু বলা হয়নি যে, তাদেরকে ‘স্নেহময় আঘাত’ করা যাবে। বরং বলা হয়েছ নারী ও বৃদ্ধদের ওপর সকল প্রকার সহিংসতাই অন্যায়। তাহলে শিশুদের বেলায় এটি কেন ভিন্ন হবে? আর যাকে বলা হয় ‘স্নেহময় আঘাত’ তা আসলে খুব বিভ্রান্তিকর, মানুষকে আঘাত করা কোনভাবেই স্নেহময় আচরণ নয়।

কিছু মানুষ এটাও বলেন যে শিশু নির্যাতন ও 'মৃদু আঘাত' এর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য আছে, তা হলো, যদি শিশুকে খুব জোরে আঘাত না করা হয় তবে তা তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু হালকাভাবে আঘাত করাও শিশুর শরীরের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ও সম্মান পাবার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। সহিংস শাস্তি না দিয়েও আরো অনেক ইতিবাচক উপায়ে শিশুদের শেখানো যায়।

আইন প্রণেতারা এবং সরকার দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন যে 'শিশু নির্যাতন' এবং 'শারীরিক শাস্তি' ভিন্ন বিষয়। কিন্তু অধিকাংশ নির্যাতন ঘটে যখন একজন বয়স্ক একটি শিশুকে শাস্তি দেন। শিশু নির্যাতন ও শারীরিক শাস্তি দুটো ভিন্ন জিনিস মনে করাটাই ভুল। শিশুদের সুরক্ষা এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে, তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংসতা আইন বিরোধী হওয়া উচিত।

কিছু মানুষ বলেন যে, শারীরিক শাস্তির বিষয়ে তাদের ধর্মীয় অনুমোদন আছে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে এটি বন্ধ করতে বলা কি বৈষম্যমূলক নয়?

না। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে – কিন্তু তারপরও তাদেরকে অন্যের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

এটা সত্য যে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন তাদের ধর্মে সন্তানদের শারীরিক শাস্তি দেবার অনুমোদন আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা শিশুর ওপর শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করবেন। প্রত্যেক মানুষেরই নিজ ধর্ম পালনের অধিকার আছে, কিন্তু অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করে তারা সেটি করতে পারবেন না। সব শিশুদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে, তারা বা তাদের পিতামাতা যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন।

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মূল শিক্ষা হলো সহানুভূতি, সমতা, ন্যায়বিচার ও অহিংসা। সেখানে শিশুদের আঘাত করাটা ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বলা যায়। এখন ধর্মীয় নেতারাও শিশুদের শারীরিক শাস্তি বন্ধের বিশ্বব্যাপী এ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। ২০০৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত রিলিজিয়নস ফর পিস এর বৈশ্বিক সম্মেলনে আটশরও বেশি ধর্মীয় নেতা শিশুদের ওপর সহিংসতা বন্ধে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন।[৪]

৪. আরো তথ্যের জন্য দেখুন, www.churchesfornon-violence.org.

অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা, শিক্ষক ও শিশুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনযাপন খুবই কঠিন। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কি উচিত নয় তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অপেক্ষা করা?

না। শিশুদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয় - তাদের জন্য এখনই এটা প্রয়োজন।

এই প্রশ্নটি প্রমাণ করে যে, এই বিষয়টি অধিকাংশ মানুষ ইতিমধ্যে জানেন - প্রায়ই বয়স্করা শিশুদের আঘাত করে তাদের নিজস্ব চাপ বা রাগ কমানোর জন্য, সন্তানরা কীভাবে আচরণ করবে তা শেখানোর জন্য না। এটা সত্য যে বিশ্বজুড়ে অনেক বয়স্কদের জীবন কঠিন এবং তাদের গুরুতর সমস্যা আছে - কিন্তু তাদের এই সমস্যাগুলি শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না।

মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুদের আঘাত করার পর বড়রা প্রায়ই অপরাধবোধে ভোগেন। তাই শারীরিক শাস্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ইতিবাচক শৃঙ্খলার প্রচলন বড়-ছোট সবার জীবনকেই চাপমুক্ত করে তুলতে পারে।

“শারীরিক শাস্তি প্রদান” অবৈধ করা কেন প্রয়োজন মনে করছেন? এর প্রয়োগ বন্ধ করার বিষয়টি কি বড়দেরকে শেখাতে পারা যায় না”?

যদি বড়দের শারীরিক শাস্তি বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয় কিন্তু আইনে এর অনুমোদন থাকে, তবে সবার জন্যই এটি খুব বিভ্রান্তিকর হবে। এর ফলে অনেকেই শিশুদের আঘাত করা চালিয়ে যাবে।

আইনে পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, শিশুদের আঘাত করা অন্যায় এবং এটি আর গ্রহণযোগ্য হবে না। এটি প্রত্যেকের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাবে। তারপর, একই সময়ে আইন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিশু প্রতিপালনের ইতিবাচক উপায় সম্পর্কেও বয়স্কদের শেখাতে হবে।

আমাদের সংস্কৃতিতে শারীরিক শাস্তি খুবই স্বাভাবিক বিষয় এটাকে অবৈধ করার চেষ্টা কি আমাদের সংস্কৃতির প্রতি এক প্রকার বৈষম্য নয়?

প্রতিটি সংস্কৃতিতে গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে, কিন্তু শিশুদের আঘাত করা কোনো গর্বের বিষয় নয়!

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, শিশুদের ওপর আঘাত করার চল এসেছে সম্ভবত শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে। ইউরোপের মানুষেরা অন্যান্য দেশ দখল করে সেখানে শারীরিক শাস্তির ধারণা চালু করে। বর্তমানে দেখা যায়, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র, শিকারী-সংগ্রাহক গোষ্ঠীগুলোতেই শিশুদের আঘাত করার প্রচলন নেই।

অধিকাংশ সংস্কৃতিতেই শারীরিক শাস্তির ব্যবহার করা হয় এবং সব সংস্কৃতিরই এটা বর্জন করা উচিত, ঠিক যেমনি তারা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের রীতিগুলো বর্জন করছে। সংস্কৃতির পরিবর্তন হতে পারে এবং মানুষ তাদের চাহিদা মতন সমাজের পরিবর্তন করতে পারে। বিশ্বের সব মহাদেশে শিশুদের শারীরিক শাস্তির নিষিদ্ধের জন্য এখন আন্দোলন চলছে, বিদ্যালয় এবং কারাগারে শারীরিক শাস্তি বিশ্বজুড়ে অনেক দেশেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[5]

জাতি, ধর্ম, বয়স নির্বিশেষে সব শিশুদের সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শিশুদের প্রতি সহিংসতার জন্য একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

৫. দেশের তালিকা দেখুন, https://endcorporalpunishment.org/global-progress/global-table-of-legality/

“মাতাপিতাগণ তাদের সন্তানদের **সহিংসতা ছাড়াই** লালনপালন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।”

শিশুদের আঘাত করা ছেড়ে দেয়া বড়দের জন্য এত কঠিন কেন?

এটা সত্য যে, রাজনীতিবিদসহ অনেক প্রাপ্তবয়স্কই, শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার ধারণাকে খুব কঠিন মনে করেন। যদি তারা তা না করতেন, শিশুরা ইতোমধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সহিংসতা থেকে একইরকম সুরক্ষা পেত।

কয়েকটি কারণে বড়রা শিশুদের আঘাত করা ছেড়ে দেয়া কঠিন বলে মনে করেন:

(ক) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। বেশীরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শৈশবে মা–বাবার কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন। অধিকাংশ পিতামাতাই নিজেদের শিশুদের আঘাত করেছেন। কেউই তাদের মা–বাবা বা তাদের সন্তান প্রতিপালন করার ধরণকে নেতিবাচক ভাবতে চান না। এই কারণে শারীরিক শাস্তিকে বর্জনীয় ভাবাটা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে যেসব মা–বাবা শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ করতেন তাদের দোষ দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তারা যা করেছেন তা সে সময়ে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন এ থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে।

(খ) রাগ কিংবা মানসিক চাপের বশবর্তী হয়ে প্রাপ্তবয়স্করা অনেক সময় শিশুদের আঘাত করেন। কিন্তু এটি এক সময়ে অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। যখনই তারা মনে করবেন শিশুটি সঠিক আচরণ করছেনা, তখনই তারা শিশুটিকে আঘাত করে ফেলবেন। এই ধরনের অভ্যাস পরিবর্তন করা কঠিন - কিন্তু এটা সম্ভব। মা–বাবারা সহিংসতা ছাড়া তাদের সন্তান প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন দাতব্য ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহ, মাতাপিতাকে বা বড়দের এই কাজ করতে সাহায্য করতে পারে।

(গ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে বয়স্করা জানেন না যে সন্তানদের শেখানোর আরো উপায় আছে। সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইতিবাচক শৃঙ্খলা সম্পর্কে বয়স্কদের শেখানোতে সাহায্য করতে পারেন, যাতে তারা শিশুদের সাথে একসাথে বসবাস করতে এবং ইতিবাচক, অহিংস সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হলে শিশুরা কি আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে না?

না! শারীরিক শাস্তি ছাড়াও সমঝোতা, শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে শিশুরা শিখতে পারে।

শারীরিক শাস্তি থেকে শিশুরা শেখে যে সমস্যার সমাধান করার জন্য সহিংসতা একটি গ্রহণযোগ্য উপায় এবং অনুজ বা নিজের চেয়ে ছোটদের প্রতি সহিংস ব্যবহার করা ঠিক আছে। শারীরিক শাস্তি প্রমাণ করে যে, শিশুদের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করানো হয় বড়দের সম্মান করতে। তবে পারস্পরিক সম্মান কী এটা সত্যিই এভাবে বোঝা যায় না। অনেক গবেষণায় এর প্রমাণ আছে যে বেড়ে ওঠার সময় শিশুদের উগ্র আচরণ, সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যর্থতা ও অন্যদের প্রতি সম্মান না দেখানোর সঙ্গে শারীরিক শাস্তির সরাসরি সংযোগ আছে।

সরকারের ইতিবাচক সন্তান পালনের উপায় সমূহে সমর্থন করা উচিত এবং বয়স্কদের ইতিবাচক শৃঙ্খলা ও অহিংস শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা উচিত। ইতিবাচক শৃঙ্খলা শিশুদের ক্ষতি করে না - বরং এটি তাদের শেখায় অন্যদের প্রতি তাদের আচরণের প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে। আমাদের কাছে এ সম্বন্ধে জানার অনেক উপকরণ আছে যা অনুবাদ করে বিভিন্ন দেশের মা–বাবাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

শারীরিক শাস্তির নিষেধাজ্ঞা হলে কি শিশুরা আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতো না - যেমন, মানসিক শাস্তি, অপমান বা ঘরে বন্ধ করে রাখা?

সব ধরনের নিষ্ঠুর শাস্তি এবং আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুদের রয়েছে।

মানসিক নির্যাতন এবং অবমাননা শারীরিক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত (উদাহরণস্বরূপ, ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুকে বিপর্যস্ত বা বিব্রত বোধ করানো)। শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের পাশাপাশি সরকারের উচিত মাতাপিতাকে ইতিবাচক, অহিংস উপায়ে ছেলেমেয়ে প্রতিপালন সম্পর্কে জানতে বা শিখতে সাহায্য করা।

সন্তানদের আঘাত করে মা-বাবা ভালো বোধ করেন না। তারা প্রায়ই অপরাধবোধে ভোগেন ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের অধিকাংশই সন্তানদের সঙ্গে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ চান। মাতাপিতাকে ইতিবাচক সন্তান প্রতিপালনের শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সঙ্গে মতবিরোধ সমাধান করতে সাহায্য করা যায়। এটা সবার জন্য একটি সুন্দর পারিবারিক জীবন তৈরি করতে ভূমিকা রাখে।

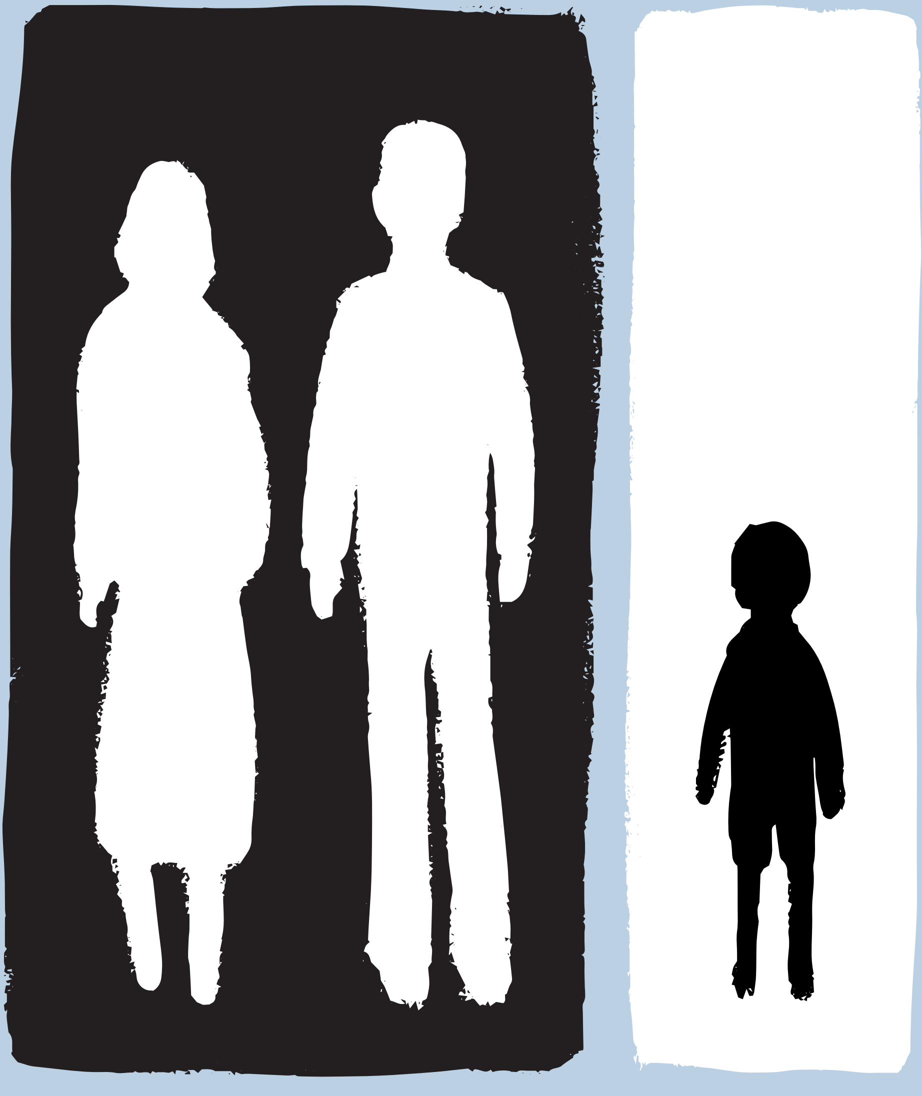

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হলে অনেক মাতাপিতাকে কি জেলে আর শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হত না?

না। আমরা সব মাতাপিতাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন পরিবর্তন করতে চাই না।

শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধের অর্থ মা-বাবাদের শাস্তি দেয়া নয়। বরং এটি শিশুদের সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এটি নিষিদ্ধের মাধ্যমে সবাইকে বার্তা দেওয়া হয় যে, শারীরিক শাস্তি এখন আর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শিশুরা যদি তাদের পিতামাতার দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই শিশুদের তাদের পিতামাতার কাছ থেকে পৃথক করা উচিত। যদি তা না হয়, পরিবারগুলোকে এ ব্যাপারে সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানানো উচিত।

কিছু দেশে, সব ধরনের শারীরিক শাস্তি ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসব দেশে অনেক মা-বাবাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না। সহিংসতার মাত্রা গুরুতর হলেই কেবল দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যকার বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের বেলাতেও এমনটি হওয়া উচিত।

তবে আইন পরিবর্তন করার ফলে শিশুদের গুরুতর আহত করে এমন মানুষদের শাস্তি দেওয়া সহজ হবে। এর ফলে এমন পরিস্থিতি এড়ানো এবং মা-বাবাদের এ বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে।

শিশুদের বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে মাতাপিতারা যে শাস্তি প্রয়োগ করেন, সেটাই কি সঠিক নয়?

একটি শিশুকে আঘাত করলেই তাদের রক্ষা করা হয় না!

মাতাপিতারা সন্তানদের সবসময় রক্ষা করবেন - বিশেষত শিশু ও ছোট বাচ্চাদের। এটা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব। একটি শিশু যদি আগুনের দিকে হামাগুড়ি দিতে থাকে অথবা একটি বিপজ্জনক রাস্তার দিকে দৌড় দেয়, বাবা-মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের থামাতে শারীরিক শক্তির ব্যবহার করবেন, তাদের আঁকড়িয়ে ধরে, তাদের তুলে এনে, বিপদকে দেখিয়ে এবং বিপদ সম্পর্কে বলে, কিন্তু তাদের আঘাত করে এটা কোনোভাবেই শেখানো সম্ভব নয় যে, মা–বাবা তাদের নিরাপদের রাখতে চান।

শারীরিক শাস্তি নিষেধ করা হলে মা–বাবারা সন্তানদের নিরাপদে রাখতে পারবেন না এমনটি নয়। বরং সবার বোঝা উচিত যে, কাউকে নিরাপদে রাখা আর তার প্রতি সহিংস আচরণ করা এক কথা নয়।

শিশুদের প্রতি সব ধরনের শারীরিক শাস্তি বন্ধ করবার সময় এসেছে। প্রতিটি শিশুর সম্মান পাবার এবং সব ধরনের সহিংসতার থেকে সমান সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে!

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল কর্পোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন

গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ টু এন্ড অল কর্পোরাল পানিশমেন্ট অফ চিলড্রেন শারীরিক শাস্তির সার্বজনীন নিষিদ্ধকরণ এবং বর্জন উৎসাহিত করে এবং অবাধে আইন সংস্কারে সবধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করে।

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org

www.twitter.com/GIendcorpun

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন

সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন সব ধরনের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধে সমর্থন দেয়। ১৯৭৯ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে সুইডেনে স্পষ্টভাবে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করার জন্য অবদান রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটি শারীরিক শাস্তির সমস্যাটি তুলে ধরে একটি আইনি নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে এবং সারাবিশ্বে এটিকে একটি রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে কাজ করে যাচ্ছে।

info@rb.se

www.raddabarnen.se

resourcecentre.savethechildren.net

GLOBAL INITIATIVE TO
End All Corporal
Punishment of Children

Save the Children